SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর যোগদান

Jagat Mohan Sinha
Ex-Student (PG, Distance),
Dept. Political Science
Burdwan University
Purba Bardhaman, West Bengal, India
Email ID: jagatbaruna@gmail.com

Abstract: সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতবর্ষের জনমানসে সুপরিচিত-পাণ্ডিত্যের গুণাধিকারী যে ক'জন পূজনীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম উন্নত সু-দূরদর্শিতা সম্পন্ন শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, জাতীয়তাবাদী, সংস্কার মনোগ্রাহী, বিবিধ কলা-কৌশলের নির্ভিক চিন্তাবিদ ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। যাঁর অংশগ্রহনে ভারতীয় রাজনীতিতে এক সুদুর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল। এই গবেষণায় ভিন্ন মতবাদের প্রতি ভারত কেশরীর অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এবং অংশ গ্রহণ এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনে, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এবং স্বনির্ভরশীল শক্তিতে বলীয়ান এক নতুন ভারতবর্ষ গঠনে অসামান্য দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। যার প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান সময়ে এবং অদূর ভবিষ্যতেও নিঃসন্দেহে ডক্টর মুখার্জি সম্বন্ধে কাঙ্ক্ষিত নতুন পাঠকের স্বল্প মাত্র হলেও রসদ যোগাবে।

Keywords: ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ভারত কেশরী, রাজনীতি, বঙ্গ বিভাগ, ভারতীয় জনসংঘ, কাশ্মীর, জাতীয়তাবাদ, ৩৭০ নং ধারা।

ভূমিকা—

অখন্ড স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার কান্ডারী অবিভক্ত বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা পরবর্তীতে অবস্থার বিপর্যয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তা, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারতীয় রাজনীতিতে বহুগুণ প্রতিভা ধারী এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক নিঃস্বার্থ ঐতিহাসিক চরিত্র।

এমনই এক প্রথিতযশা গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী-র জন্ম ১৯০১ সালের ৬ই জুলাই অখন্ড বাংলার রাজধানী কলকাতায়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট বিচারক এবং শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখার্জি ও মাতা শ্রীমতি যোগমায়া দেবী। মর্যাদাপূর্ণ এবং সুশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তিনি কিংবদন্তি তুল্য পান্ডিত্য ও ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্তি লাভ করেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য এবং প্রশ্ন—

উদ্দেশ্য:

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যকলাপের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রবাহ ধারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তার বিশ্লেষণ।

গবেষণা প্রশ্ন:

- শিক্ষার উন্নত চেতনা ও সুকৌশল প্রশাসনিক দূরদর্শিতা রাজনৈতিক জীবনে কি প্রভাব ফেলেছিলেন ডঃ মুখার্জি?
- ভারতীয় জন সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে কিভাবে প্রভাব ফেলেন?
- বঙ্গ বিভাগ, কাশ্মীর প্রসঙ্গ এবং ৩৭০ নং ধারা নিয়ে তাঁর অবস্থান ও ভূমিকা কি ছিল?

জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ—

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছাত্রাবস্থাতেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল তরুণ ছাত্র থাকা অবস্থায় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজীর মত নেতার নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বহ্নিশিখায় নিজেকে উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৯২০ এর দশকে যুবদলের একজন সদস্য হিসেবে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। তবে ভারত সম্পর্কে সমসাময়িক কংগ্রেস ও ডঃ মুখার্জির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পরস্পর ভিন্ন। ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর অংশগ্রহণ ও অবদান বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ যোগ্য।

জনসংঘ প্রতিষ্ঠা—

তৎকালীন শক্তিশালী কংগ্রেস দলের বাইরে জাতীয়তাবাদী চেতনার একটি শক্তিশালী প্রভাহ ধারার সূত্রপাত ঘটান ডক্টর মুখার্জি। তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার রাজনীতি করলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিকভাবে ভারত ভাগের বিপক্ষে ছিল।[1] ভারতবর্ষকে এক ধর্মনিরপেক্ষ এবং এক জাতি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি অভূতপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন গড়ে তোলেন একটি নতুন রাজনৈতিক দল— ভারতীয় জনসংঘ (B.J.S.)।[2] এটি ছিল ভারতবর্ষে কংগ্রেস বিরোধী শক্তির প্রাথমিক ভিত্তি যা পরবর্তীতে 'ভারতীয় জনতা পার্টির' রূপ নেয়। রাজনৈতিক দল হিসেবে যার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক সংহতি এবং একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের আদর্শকে প্রচার করা।

শিক্ষা সংস্কারে অংশগ্রহণ—

উচ্চ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের জন্য সংস্কার আনেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হন। নেহেরু সরকারের শিক্ষা ও সরবরাহ মন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৫১ সালে খড়গপুর আই.আই.টি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পন্ডিত নেহেরুর অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে কাজ করে দেশ বিভাগ পরবর্তী সংকট মোকাবিলায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনছেন।

পশ্চিমবঙ্গ গঠনে অবদান—

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ কুচক্রী বিভেদ নীতি এবং মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কর্মসূচির বর্বর নারকীয় হত্যালিলায় মর্মব্যথী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলা তথা ভারতবর্ষের অখন্ডতা যার আদর্শের ভিত্তি ছিল সেই তিনিই বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে প্রচার চালান। ফলস্বরূপ হিন্দু বাসস্থানের পুণ্য ভূমি হিসাবে পশ্চিম বঙ্গের উৎপত্তি।[3] দেশ ভাগের পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গ পরে বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য

পুনর্বাসন ও অধিকার রক্ষার নিরলস প্রচেষ্টা চালান।

৩৭০ নং ধারা ও ডঃ মুখার্জি—

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের প্রতি তোষণ নীতির বিরোধিতা করাই ছিল ডঃ মুখার্জির আদর্শের অন্যতম মূল ভিত্তি। বিশেষ করে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের অধীনে জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রদান করা বিশেষ মর্যাদা তিনি কোনমতেই মেনে নিতে পারেননি। জম্মু-কাশ্মীরকে সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের সাথে একত্রিত করা উচিত কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই, অন্যথা যা দেশের ঐক্য বিনষ্ট করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস রাখতেন।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে ডঃ মুখার্জি-র সুদৃঢ় অবস্থানের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ৩৭০ নং ধারার মাধ্যমে দেওয়া বিশেষ সুবিধার বিরোধিতা করেছিলেন এবং এর অবলুপ্তির পক্ষে যুক্তিও প্রদান করেন তিনি। 'এক জাতি এক সংবিধান এক নিশান' - ছিল তাঁর বিখ্যাত স্লোগান।অধিবাসী যে রাজ্যের হোক না কেন সকল ভারতীয় নাগরিকের সমান অধিকারের প্রতি তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করেন।

ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনে তাঁর আত্মচিন্তন—

শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ গঠনের লক্ষ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, তাঁর আদর্শকে-জাতীয়তাবাদী এবং সাংস্কৃতিক সংহতির প্রতি ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিলেন। আঞ্চলিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন বাদ দিয়েই এক জাতীয় পরিচয়ে ভারতের ঐক্যে বিশ্বাস করতেন। তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদীর পক্ষে ছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর বিশ্বাসকে ভারতের বিবিধের মাঝে মিলনের ভারতীয় সংস্কৃতিতে এবং পরিচয় এর বিস্তৃত পরিসরে মনে প্রাণে নিযুক্ত করেছিলেন।

ভারতের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন বলে মনে করতেন। তোষণ নীতির বিরোধিতা হেতু সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে রিজাইন দেন। জম্মু ও কাশ্মীরের মতো ক্ষেত্রগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্ত করা উচিত বলে তিনি ধারনা রাখতেন।

ভারতীয় কমিউনিস্ট প্রসঙ্গে ডঃ মুখার্জির মতামত—

পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্ঠা,ভারতকেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট এবং বামপন্থী মতাদর্শের বিস্তারের বিরুদ্ধে ছিলেন। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের কাঠামো ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী বলে কমিউনিস্টকে দেখতেন।[4]

অর্থনৈতিক চিন্তা ও চেতনা—

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বৈষম্যহীন জনকল্যাণকর নীতির আদর্শে ভর করে চলতেন তিনি। জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সমাজে বৈষম্য দূর করে এমন অর্থনীতি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষের সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জোরালো সমর্থক ছিলেন ডক্টর মুখার্জী।

আলোচনা—

জম্মু-কাশ্মীরের জন্য পৃথক পতাকা, পৃথক সংবিধান এবং ৩৭০ অনুচ্ছেদের সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাশ্মীর যাত্রাপথে ১৯৫৩ সালে ডঃ মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করানো হয়।[5] সেই সালের জুন মাসে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তার গ্রেফতার এবং পরবর্তীকালে জেল হেফাজতে মৃত্যু

ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের স্বরূপ, শহীদ ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে তাঁর অবদানকে আরো পোক্ত করে তোলে।

উপসংহার—

বহু গুণের প্রতিভায় মহিমান্বিত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী-র রাজনৈতিক অবদান ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার, জাতীয় সংহতি এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই তাঁর অবদানের উত্তরাধিকার কোনো একটি রাজনৈতিক দলের হতে পারেনা। জাতীয়তাবাদ, সুদৃঢ় ঐক্য এবং একনিষ্ঠ কর্মপদ্ধতি নতুন প্রজন্মের কাছে নিঃসন্দেহে এক অনুকরণীয় অনুপ্রেরণা।

Endnotes

1. রায়, তথাগত। "শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবন ও সময়", পৃষ্ঠার-৮৭।
2. মুখোপাধ্যায়, উম্যাপ্রসাদ। "শ্যামাপ্রসাদের ডাইরি ও মৃত্যু প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা ২৫ ।
3. সিংহ, ডক্টর বিমল চন্দ্র। "শ্যামাপ্রসাদ: বঙ্গ বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ", পৃষ্ঠা-২৭৩।
4. সিংহ, ডক্টর বিমল চন্দ্র। "শ্যামাপ্রসাদ: বঙ্গ বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ", পৃষ্ঠা-২৬৫-২৬৭।
5. মুখোপাধ্যায়, উমপ্রসাদ। 'শ্যামাপ্রসাদের ডাইরি ও মৃত্যু প্রসঙ্গ", পৃষ্ঠা ২৭।

Bibliography

- সিংহ, ডক্টর বিমল চন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ - বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিম বঙ্গ,আখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন পশ্চিম বঙ্গ, ১৪০৭.
- রায়, তথাগত, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন ও সময়, প্রভাত প্রকাশন, ২০১২.
- চ্যাটার্জি, ছন্দা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হিন্দু ভিন্নমত এবং বঙ্গভঙ্গ ১৯৩২ - ১৯৪৭, টেলর এবং ফ্রান্সিস গ্রুপ, ২০২১.
- মুখোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদের ডাইরি ও মৃত্যু প্রসঙ্গ।মিত্র এবং ঘোষ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮.
- সাপ্তাহিক বর্তমান, শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে পশ্চিম বঙ্গ পাকিস্থানে চলে যেত, ৫ই ডিসেম্বর ২০১৫.
- গ্রাহাম, বি. ডি., হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং ভারতীয় রাজনীতি, ভারতীয় জনসংঘের উৎপত্তি ও বিকাশ, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০.

——